কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 07 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

সম্পাদকীয়

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ

অবিলম্বে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হোক

রাজনৈতিক সহিংসতার আগুনে পুড়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। নির্বাচন প্রতিহত করতে গিয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পুড়েছে শিক্ষার্থীদের নতুন বই ও শিক্ষা-উপকরণ। গত শুক্রবার রাত থেকে শনিবার রাত পর্যন্ত দেশের ৩৫ জেলায় দেড় থেকে ২০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দিয়েছে নির্বাচনবিরোধীরা। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার মতো কিছু অবশিষ্ট নেই। এতে বিঘ্নিত হবে ওই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম। নতুন বই দিতে না পারলে বঞ্চিত হবে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণের আগে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। নির্বাচনে সব সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নির্বাচন প্রতিহত করার ডাক দিয়ে কোনোভাবে তা করতে না পেরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দেওয়া হয়েছে। অথচ সব দেশে সব সমাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষা করতে গিয়ে যে নির্বাচন হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে এমন সহিংসতা এর আগে দেখা যায়নি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দেওয়ার ঘটনাকে অপরাধ হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। আবার এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপরই বর্তায়। রাষ্ট্রযন্ত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বিধানে কেন ব্যর্থ হয়েছে সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগের নেপথ্যে যারা কাজ করেছে, তারা যে নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে অন্যের, বিশেষ করে দেশের আগামী দিনের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, সেই বোধ সম্ভবত তাদের নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে যাওয়ার ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বঞ্চিত হওয়া জাতীয় ক্ষতি হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। যারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দিয়ে শিক্ষা উপকরণ ও নতুন বই পুড়িয়েছে, তাদের যে শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোনো সহানুভূতি নেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আগুন দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেওয়া অপূরণীয় ক্ষতি। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অবিলম্বে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই যাতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত না হয়, তার জন্য ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থায় হলেও সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম অবিলম্বে চালু করার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমরা আশা করব, এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে সংশ্লিষ্ট মহলের আশু দৃষ্টি। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকার শিক্ষার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।